দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে

মোরশেদ হায়দার

দেশের মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থায় কম্যুনিকেটিভ ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি চালু রয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সহজেই (কম পড়াশোনা করে অথবা পড়াশোনা না করেই) পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে পারে। পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীরা ১০/১৫ মিনিট অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ পেলেই ২০/৩০ নম্বরের উত্তর করতে পারে। অথচ আশির দশকে এই সময়ে ১০ নম্বরও উত্তর করতে পারত না। এর কারণ হলো তখন রচনামূলক প্রশ্ন ও লিখিত গ্রামার পদ্ধতির ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখন একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ৫০% নম্বর পেলেই ধারণা করা হতো যে সে ভালো ইংরেজি জানে। কারণ রচনামূলক প্রশ্নের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে ইংরেজি মুখস্ত করা, গ্রামার বোঝা ও শেখা, বানান শেখা, পড়া রিভাইজ দেওয়া, মুখস্ত পড়া কয়েকবার লেখা ইত্যাদির চর্চা করতে হতো। ফলে তাদের ইংরেজি জ্ঞানের ভিত্তি বেশ সন্তোষজনক ছিল।

ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় লিখিত গ্রামার যেমন Voice, narration, correction, right form of verbs, translation, passage, pairs of Word, phrase and idioms, article, preposition এবং ইংরেজি ১ম পত্রে broad question, short question ইত্যাদি না থাকলে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার মান কখনোই সমৃদ্ধ হবে না।

তখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিভাগে আসনের চেয়ে ৮/১০ গুণ বেশি যোগ্য শিক্ষার্থী ওয়েটিং লিস্টে থাকত। আর বর্তমান পদ্ধতির ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিভাগে মাত্র ২ জন যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে। কয়েক বছর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজি বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষার্থীর ঘাটতি ছিল। এরকম আরো অনেক নজির রয়েছে। আর এ থেকেই দেশে ইংরেজি শিক্ষার মানের করুণ চিত্রটি ফুটে ওঠে। বিষয়টি জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক। আমি বলতে চাই না এর জন্য দায়ী কে...আমি বলতে চাই এর জন্য দায়ী কী? এর উত্তর হলো—কম্যুনিকেটিভ ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি তেমন মুখস্ত করতে হয় না এবং গ্রামার অনুশীলন করতে হয় না। অথচ পরীক্ষায় তারা ভালো ফলাফল অর্জন করে থাকে। আবার দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বিস্ময়করভাবে এ+ ও পেয়ে যায়।

দেশে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি জ্ঞান এতোই নিম্নমানের যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় ইংরেজিতে এ+ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থী একটা Paragraph শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না। তাই দুঃখ করে বলতে হয় যে, বর্তমানে বিদ্যমান ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক না থাকলেও পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ের ফলাফল বর্তমানের মতো ভালোই হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, ওরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা কিংবা চাকরির ইন্টারভিউ দেয় তখন তাদের দুর্বল ইংরেজি জ্ঞানের কারণে সেখানে তারা ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে। তাই এই শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করে রচনামূলক প্রশ্ন ও লিখিত গ্রামার পদ্ধতির ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে শহর ও মফস্বলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য একটি ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে আমলে নিলে দেশের ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধন হবে।

কুমিল্লা